48 Years
Working together towards a better future ...

বিজ এর ত্রৈ-মাসিক মুখপত্র

মাঠচিত্র

অক্টোবর ২০২২

সম্পাদকঃ
সাইফুল ইসলাম রবিন

নির্বাহী সম্পাদকঃ
কাবেরী সুলতানা

সহকারী সম্পাদকঃ
রাকিব হাসান

শিল্প নির্দেশনা ও গ্রাফিক্সঃ
নূর ফাতিহা তাহিয়াত

সম্পাদকীয়

জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই বিশ্ব গড়তে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন ভাবনা আবশ্যক। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে বিজ এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র মাঠচিত্র সাজানো হয়। এ সংখ্যায় বিজ এর "WCAD কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিজ এর ভূমিকা" নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিজ এর বেশ কিছু উদ্যোগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। চার দশকের অভিযাত্রায় বিজ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য উন্নয়নে বদ্ধপরিকর, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। সমাজের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ এই সহায়তা নিয়ে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ এর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সেসব নিবন্ধ মাঠচিত্রের এ সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

(প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের মতামতের জন্য সম্পাদকবৃন্দ দায়ী নন।)

ভিতরে যা যা থাকছে

- ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা
- কৈশোর কর্মসূচি ২০২২-২০২৩
- WCAD কার্যক্রমে বিজ এর ভূমিকা
- সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যার্তদের মাঝে ত্রান বিতরণ
- বাবার অবহেলিত সন্তান মারুফার গল্প
- সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বিজ বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা
- বিজ এর প্রশিক্ষণের চিত্র ও স্থানীয় উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উদযাপন

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)
বাড়ি # ৮/বি, রোড#২৯, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ.
টেলিফোন: 8802-222289732, 8802-222289733,
ই-মেইল: info@beesbd.org, beesbd@gmail.com, ওয়েবসাইট: beesbd.org

ডেঙ্গু কি?

ডেঙ্গু জ্বরের উৎপত্তি ডেঙ্গু ভাইরাসের মাধ্যমে এবং এটি ভাইরাসবাহিত এডিস ইজিপ্টি নামক মশার কামড়ে হয়ে থাকে। ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশা কোনো ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তি চার থেকে ছয় দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়।
আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোনো জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ালে সেই মশাটি ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এভাবে একজন থেকে অন্যজনে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয় এবং রোগের বিস্তার ঘটে।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণঃ

- ডেঙ্গু জ্বরে সাধারণত তীব্র জ্বর ও সেই সঙ্গে শরীরে প্রচন্ড ব্যথা হয়
- জ্বর ১০৫ ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়
- শরীরে বিশেষ করে হাড়, কোমর, পিঠসহ অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা হয়
- এছাড়া মাথাব্যথা ও চোখের পিছনে ব্যথা হয়
- চার বা পাঁচদিনের সময় সারা শরীর জুড়ে লালচে দানা দেখা দিতে পারে
- বমি বমি ভাব এমনকি বমি হতে পারে, রুগী অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ করে এবং খাবারে রুচি কমে যায়
- দাঁতের মাড়ি, নাক, মুখ ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্তপাত হতে পারে

ডেঙ্গু থেকে বাঁচতেঃ

- ঘরে ও আশেপাশের জমে থাকা পানি ৩ দিন পর পর ফেলে দিয়ে এডিস মশার লার্ভা ধ্বংস করুন
- ঘিঞ্জি জনবসতিপূর্ণ এলাকায় না থাকার চেষ্টা করুন
- বাড়িতে মশারি, মশা তাড়ানোর ঔষধ ব্যবহার করুন, বাইরে যাওয়ার সময় ফুলহাতা জামা ব্যবহার করুন
- জানালায় নেট লাগান অথবা দরজা জানালা বন্ধ করে রাখুন

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত বেশীর ভাগ রুগী সাধারণত ৫ থেকে ১০ দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। রুগীকে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই চলতে হবে এবং প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে যাতে ডেঙ্গুজনিত কোনো মারাত্মক জটিলতা না হয়।

কৈশোর কর্মসূচি ২০২২-২০২৩

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গোপালগঞ্জ জেলার একটি উপজেলায় (গোপালগঞ্জ সদর) বিজ কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ কর্তৃক অনুমোদন পেয়েছে। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ১৪ টি ইউনিয়নের প্রতিটি ইউনিয়নে ৯টি করে মেয়েদের ও ৯ টি করে ছেলেদের দল গঠন করা হচ্ছে, এভাবে মোট ২৫২ টি দল তৈরী করা হবে এবং প্রতিটি দলে ১ জন করে ছেলে ও ১ জন করে মেয়ে মেন্টর নির্বাচিত করা হবে; যারা হবে স্থানীয় এবং তাদের একজন এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের ছাত্র বা ছাত্রী এবং অন্যজন এলাকার বাইরের কোন বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের ছাত্র বা ছাত্রী । ৪টি শিরোনামে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে যা নিম্নরূপঃ

ক) সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম,
খ) স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম,
গ) সফট স্কিল উন্নয়ন প্রশিক্ষন এবং
ঘ) নেতৃত্ব উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন

বর্তমানে ১৪টি ইউনিয়নে ক্লাব গঠন ও মেন্টর নির্বাচন কার্যক্রম চলছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত কৈশোর কর্মসূচির চিত্রঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কিশোর ক্লাব	কিশোরী ক্লাব	মোট
১	ক্লাব গঠন	৯ টি	১২ টি	২১ টি
২	সদস্য নির্বাচন	২১৩ জন	২২৩ জন	৪৩৬ জন
৩	মেন্টর নির্বাচন	১২ জন	৮ জন	২০ জন

WCAD কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিজ এর ভূমিকা

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) তার নির্বাচিত সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা, সঠিক অর্থায়ন, পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদান কৌশল নিয়ে গাইবান্ধা, বগুড়া ও নরসিংদী জেলায় ২০২১ সালের জুলাই মাস হতে WaterCredit Adaption (WCAD) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

এই কার্যক্রমের আওতায় বিজ ইতিমধ্যে গাইবান্ধা, বগুড়া ও নরসিংদী জেলায় ২০২২ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ২৩৬৩টি পরিবারকে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান করেছে। WCAD কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে যাদের দৈনিক আয় আনুমানিক ৫০০ টাকার নিচে, তাদের জন্য সঠিক অর্থায়ন, পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে নিরাপদ পানি এবং উন্নত মানের পয়ঃনিষ্কাশন পণ্য সামগ্রী গ্রহন এবং ব্যবহারের বিষয়ে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে আগ্রহী করে তোলা হয়।

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য সহনীয় মাত্রায় ঋণ প্রদান করা হয়, যা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঋণ কার্যক্রম এর মতই হয়ে থাকে। ওয়াটার ক্রেডিট ঋণের গড় পরিমান হয় ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা এবং ঋণের সার্ভিস চার্জের হার এমআরএ ও সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী হয়ে থাকে। ওয়াটার ক্রেডিট ঋণের মেয়াদ সাধারণত এক বছর বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী হয়। বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে বিগত সময়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন সাধিত হলেও এখনও অনেক মানুষ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এর কারণ হল নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে এখনও মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব; পাশাপাশি, পানি ও স্যানিটেশন উপকরণ তৈরী ও সর্বস্তরের মানুষের কাছে সরবরাহ নিশ্চিত না করা এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণে জোরদার কার্যক্রমের ঘাটতি।

এছাড়া পানি ও স্যানিটেশন উপকরণের দাম মানুষের হাতের নাগালে রাখতে না পারলে নিম্ন আয়ের মানুষদেরকে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের আওতায় নিয়ে আসা কঠিন।

বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-6) অর্জনের জন্যে Water.org এর সহায়তায় WCAD নামক একটি পাইলট কার্যক্রম, যার মাধ্যমে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে কাজ করছে ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)।

সিলেটে ও সুনামগঞ্জে বন্যার্তদের মাঝে বিজ এর ত্রান বিতরণ

গত জুন মাসে সিলেটে বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যায় কয়েক দিন ধরে পানিবন্দি মানুষজন চরম খাদ্য সংকটে ভুগছিল। বিভিন্ন স্থানে সরকারি উদ্যোগে ত্রান বিতরণ করা হলেও অনেকের ভাগ্যে জুটেনি এক মুঠো চাল। এ অবস্থায় বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)। এসময় সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ওসমানী নগর, তাজপুর, টুকের বাজার ও দক্ষিণ সুরমা এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ৯০০ টি পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল, তেল, পিঁয়াজ ও আলু ত্রান হিসাবে বিতরণ করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলার বিজ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ নৌকাযোগে বন্যার্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেন।

উক্ত ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এফ এম আব্দুল কুদ্দুস, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (এমএফ) । এছাড়া জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, জুনিয়র জোনাল ম্যানেজার (সিলেট জোন) এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর প্রোগ্রাম অফিসারসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, এছাড়া সিলেট জোন এলাকার জনপ্রতিনিধিসহ বিজ এর অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বাবার অবহেলিত সন্তান মারুফা ইস্তি অহনার গল্প

গল্পটি শুরু হয়েছিল ১৯৯৮ সালে, যখন জনাব ওসমান গনি এবং মিসেস ইয়াসমিন আরমান রুপা বিয়ে করেছিলেন। জনাব গনি তার বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন বিদেশে; তিনি প্রথম ১৯৯৯ সালে ইতালি ভ্রমণ করেন এবং গ্রিসে যাওয়ার আগে একটি কাজের ভিসা পান।

মিস অহনা ২০০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই মিস মারুফা তার শিক্ষাজীবন জুড়ে প্রতিভা প্রদর্শন করেছেন। তিনি তার শিক্ষাজীবন শুরু করেন ২০০৮ সালে ওয়ার্ল্ডভিউ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। এই স্কুল থেকে তিনি ২০১৩ সালে পিএসসি সম্পন্ন করে খিলগাঁও মডেল হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে ২০১৬ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। তিনি মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১৯ সালে এসএসসি এবং সরকারি বাংলা কলেজ থেকে ২০২১ সালে এইচএসসি পাস করেন। মারুফা তার সমস্ত একাডেমিক পরীক্ষায় সামগ্রিকভাবে জিপিএ ৫ পেয়েছিলেন।

২০০৪ সালে মারুফার নানা-নানী তাদের মেয়ে এবং নাতনিদের উন্নত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ঢাকা শহরের বাড্ডায় সাড়ে তিন কাঠা জমি কিনতে ১০ লাখ টাকা দেন। যেখানে তার বাবা জনাব ওসমান গনি দিয়েছেন মাত্র ৫ লাখ টাকা। তবে জনাব ওসমান গনি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে জমিটি নিজের নামে কিনে নেন এবং ২০১৩ সালে ওই জমি বিক্রি করে প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা পান। স্ত্রী-কন্যাকে রেখে সব টাকা নিয়ে একই বছরে তিনি পুনরায় বিয়ে করেন এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। এরই সাথে ছিন্ন হয়ে যায় তাঁর প্রথম স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক, যখন মারুফা সবে মাত্র দ্বিতীয় শ্রেনিতে অধ্যায়নরত। মারুফার বাবা জনাব ওসমান গনি গুটিয়ে নিলেন এই পরিবারের জন্য তার সহযোগিতার হাত। শুরু হয়ে যায় তাদের আর্থিক দৈন্যদশা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎযাত্রা।

তিনি মূলত ২০০৬ সাল থেকেই তার প্রথম পরিবারের দেখাশোনা পুরোপুরি বন্ধ করে দেন। এই পরিস্থিতিতে মারুফার নানা নানী নেন তাদের দায়িত্ব। আর্থিক টানাপোড়েনের মাঝেও তাদের খুশীর অন্ত ছিল না, নানা-নানীর আশ্রয়ে আনন্দের সাথেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ২০১০ সালে তার নানা নানী মারা যান, আর অনিশ্চয়তার মাঝে পড়ে যায় পুরো পরিবার। শুরু হয় সন্তানদের নিয়ে ইয়াসমিন রুপার বেঁচে থাকার সংগ্রাম; চাকরি শুরু করেন একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে, পাশাপাশি বিভিন্ন মার্কেটিং কোম্পানির প্রচারনামূলক কাজও করেন। সংসারের নিয়মিত মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের নিমিত্তে উপার্জনের জন্য সেই কাজগুলি ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং।

তিনি পাথওয়ে, সেভ দ্য চিলড্রেন এবং আইসিডিডিআরবি সহ অন্যান্য সংস্থায় কাজ করেছেন। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে তিনি তার চাকরি হারিয়ে পরিবার নিয়ে গুরুতর সংকটে পড়ে যান। মৌলিক চাহিদা মেটাতে অর্থ উপার্জনের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা হিসেবে বর্তমানে তিনি বিপণনে কাজ করছেন এবং স্কুল ছাত্র পড়াচ্ছেন। প্রাইভেট টিউশন থেকে প্রতি মাসে আয় করেন ৯০০০ টাকা, আর একটি কোচিং সেন্টার থেকে আয় করেন ৮০০০ টাকা। এই সীমিত আয় দিয়ে সন্তানদের নিয়ে বেঁচে থাকাটাই বেশ দূরহ। শৈশব থেকেই মারুফার স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হবার, সেই লক্ষে পড়ালেখায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

বাবার অবহেলিত সন্তান মারুফা ইস্তি অহনার গল্প

দুর্ভাগ্যবশত, পাবলিক মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ না পাওয়ায় তার দীর্ঘদিনের লালিত সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, সে তার অস্তিত্ব নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে, বেঁচে থাকার যোগ্যতা নিয়ে আক্ষেপ হয় তার। এ সময় পাশে দাঁড়ান তার মা ইয়াসমিন আরমান রুপা। মিসেস রুপা তার শেষ সম্বল হিসেবে তার পৈত্রিক সূত্র থেকে পাওয়া ৬.৫ শতাংশ জমি বিক্রি করে দেন। সেই অর্থ থেকে প্রথম কিস্তি হিসেবে ৫ লাখ টাকা দিয়ে মারুফা ভর্তির হবার সুযোগ পান একটি বেসরকারি স্বনামধন্য মেডিকেল কলেজে।

এই সিদ্ধান্ত নেয়া তাদের জন্য বেশ কঠিনই ছিল, তবুও মিসেস রুপা তার মেয়ের এই স্বপ্নকে সমর্থন করেছিলেন। যদিও মারুফার এই কোর্স চালিয়ে নিতে পরবর্তী কিস্তিগুলোর উৎস নিয়ে অনিশ্চিয়তায় রয়েছেন তিনি।

সব দিক ভেবে মিস মারুফা তার মা'কে সাথে নিয়ে এসেছিলেন বিজ-এর নির্বাহী পরিচালকের কাছে বিজ-এর আন্ডার গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের স্কলারশিপ এর খোঁজে। তার সম্ভাবনা, অদম্য আগ্রহ, লক্ষ্যের প্রতি তার অনুরাগ, পরিবারের আর্থিক অবস্থা এবং অন্যান্য সহায়তা বিবেচনা করে বিজ তাকে ১২৫,০০০ টাকা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিজ এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বৃত্তি হিসাবে এই অনুদান পেয়ে মারুফা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং তিনি তার স্বপ্নকে বাস্তবে পাবার নিমিত্তে বিজ এর এই অনুদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নির্বাহী পরিচালক সহ বিজ এর অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ মিস মারুফাকে আগামী দিনের একজন সফল ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিজ এর প্রশিক্ষণের চিত্র

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার নয়নশ্রী ইউনিয়নে বিজ কর্তৃক বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসুচির আওতায় গত ২৭/০৭/২০২২ তারিখে বড়গোল্লা অগ্রণী সংঘ ক্লাবে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে মেডিসিন ও শিশু রোগ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে সেবা প্রদান করেন ডাঃ সাইফুর আতিক, এম বিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমসিপিএস, এফসিপিএস (পেডিয়াট্রিক্স), নবজাতক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, সাবেক বিএসএমএমইউ, ঢাকা এবং ডাঃ হরগোবিন্দ সরকার অনুপ, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), মেডিসিন ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।

পল্লী কর্ম - সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) গত জুলাই ২০১৪ ইং হতে উক্ত এলাকায় সমৃদ্ধি কর্মসুচির আওতায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা কার্যক্রমসহ কমিউনিটি উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) কর্তৃক বাস্তবায়িত নয়নশ্রী ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসুচির আওতায় গত ১৫ আগস্ট ২০২২ ইং তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে শান্তিনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ডায়াবেটিস ক্যাম্প ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে শিশু, কিশোরী, যুবক ও প্রবীনদের বিনামুল্যে ডায়াবেটিস পরিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

বিজ এর প্রশিক্ষণের চিত্র

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) এর ঢাকায় অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত জুলাই ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত যে সকল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তার একটি প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ বিভাগ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

শাখার দৈনন্দিন হিসাব পরিচালনা ও সফটওয়্যার পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ নামের এই প্রশিক্ষণগুলোতে বিজ এর বিভিন্ন পদের (সিনিয়র ফিল্ড অফিসার ও ফিল্ড অফিসার-১/২, একাউন্ট অফিসার) মোট ৩৯১ জন বিভিন্ন মেয়াদে অংশগ্রহন করেন।

স্থানীয় উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ

গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর এবং ফেনী জেলার ফেনী সদর উপজেলায় যথাক্রমে ২৪/৮/২০২২ এবং ৮/০৯/২০২২ তারিখে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় উদ্যোক্তাদের (LE) জন্য প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে মোট ২৯ জন স্থানীয় উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ বিজ ছাড়াও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সাথে স্যানিটেশন বিষয়ক কাজ করবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উদযাপন

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করেছে। দিবসটি উৎযাপন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন।

বিজ প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালনের অংশ হিসাবে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম (রবিন) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সালের ১৫ই আগষ্ট এর সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

বিজ এর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম (রবিন) এর সভাপতিত্বে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জনাব ইকবাল আহাম্মদ, চীফ অপারেটিং অফিসার, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ) প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে জাতির জনকসহ ১৫ই আগষ্ট এ নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন শেষে মহান আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

শোকবার্তা

বিজ এর কোম্পানীগঞ্জ জোনের গৌরীপুর শাখার জনাব জুয়েল দাস, সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা (আইডি নং ৫৬৯২), গত ০১-১০-২০২২ তারিখ (শনিবার) সন্ধ্যা ৭ঃ৪৫ মিনিটে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ইহলোক ত্যাগ করেন। বিজ পরিবার জনাব জুয়েল দাসের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছে।

মাঠচিত্রের পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) এর সকল কর্মীর কাছ থেকে তথ্যসমৃদ্ধ সাম্প্রতিক খবরাদি, প্রাসঙ্গিক ছবি, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ঋণের সহায়তা, সাফল্যগাঁথা এবং উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। আপনাদের লেখার মধ্য দিয়েই বিজ এর সফল কর্মকান্ড আমরা পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবো। এছাড়া সকল বিভাগীয় প্রধানদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংবাদ ছবিসহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

নির্বাহী সম্পাদক, মাঠচিত্র।
ইমেইলঃ documentation.bees@gmail.com
ফোনঃ +৮৮০২ ২২২২৬২৬৫৩, ২২২২৮৯৭৩২, ২২২২৮৯৭৩৩

বিজ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)

বাড়ি # ৮/বি, রোড#২৯, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ.

টেলিফোন: 8802-222289732, 8802-222289733,

ই-মেইল: info@beesbd.org, beesbd@gmail.com, ওয়েবসাইট: beesbd.org